NOV. 17 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2 ......

কারিগরি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি

কারিগরি শিক্ষার প্রতি তরুণ সমাজের আগ্রহ বৃদ্ধির খবর প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রতিবেদনটিতে বলা হইয়াছে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি তরুণ-তরুণীদের আগ্রহ দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারি চাকুরীর অপ্রতুলতার কারণে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেকে গড়িয়া তোলার প্রত্যাশায় তরুণদের অনেকেই কারিগরি প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দিতে শুরু করিয়াছে। ওয়েলডিং, ইলেকট্রিকের কাজ, সেলাই ও কনফেকশনারী ব্যবসার প্রতিও শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা আগ্রহী হইয়া উঠিতেছে। শুধুমাত্র ঢাকা নগরীতেই গড়িয়া উঠিয়াছে ২০টিরও বেশি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার। ছিন্নমূল শিশু শ্রমিক হইতে শুরু করিয়া শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীরাও এইসব ট্রেনিং সেন্টারের ছাত্র-ছাত্রী। ইহার পাশাপাশি অন্য একটি খবরে জানা গিয়াছে, মেয়েরা স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে ঘরেই ছোটো ছোটো শিল্প গড়িয়া তুলিতেছেন। দুইটি খবরই উৎসাহব্যঞ্জক। বেকারত্ব মোচনে আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার প্রসার ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি সাধারণভাবে তরুণদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইলে তাহা অর্থনৈতিক অগ্রগতিরই সহায়ক হইবে। তবে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও এ ব্যাপারে আগ্রহ বৃদ্ধিই কেবল বড়ো কথা নয়, ইহার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার মানের বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রেও সমস্যা নেহায়েৎ কম নয়। বর্তমানে বেশকিছু কারিগরি প্রশিক্ষণ সেন্টার গড়িয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু সেখানে কারিগরি শিক্ষার মান কতোটা উন্নত তাহা বলা শক্ত। অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যার্জনের সহজ সমর্থন হিসাবে সার্টিফিকেট বিতরণের কথাই শোনা যায়। কারিগরি শিক্ষার বর্তমানের বিশেষ চাহিদা মিটানোর জন্য বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা নিঃসন্দেহে কাম্য। তবে সেইগুলি যাহাতে উপযুক্ত মান বজায় রাখিয়া পরিচালিত হয় সেই ব্যবস্থাটাও অবশ্যই থাকা চাই। এক্ষেত্রে সরকারেরও বিশেষ উদ্যোগ থাকার প্রয়োজন রহিয়াছে।

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের যে সংকট তাহা মোচনের লক্ষ্যে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার একান্ত বাঞ্ছনীয়। তবে কারিগরি শিক্ষার সামগ্রিক বিষয়টিই এই দৃষ্টিকোণ হইতে মূল্যায়ন হওয়া উচিত। কেবল সেন্টার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলেই হইবে না, সেগুলিতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কারিগরও সৃষ্টি করিতে হইবে। কারিগরি শিক্ষার সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রাখিয়া এ ব্যাপারে সমন্বিত ব্যবস্থাও বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগ আরও সম্প্রসারিত হওয়া কর্তব্য।

বর্তমানে দেশে যে কারিগরি শিক্ষার চাহিদা ও প্রয়োজন দেখা দিয়াছে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারি উদ্যোগে যেমন আরও প্রশিক্ষণ কোর্স ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালুর প্রয়োজন রহিয়াছে তেমনি উপযুক্ত মানের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বেসরকারী উদ্যোগে ব্যাপকভিত্তিক সরকারী সহায়তারও ব্যবস্থা থাকা দরকার। তরুণদের মধ্যে হতাশা মোচনেও কারিগরি শিক্ষা যথেষ্ট সহায়ক হইতে পারে। সাধারণভাবে শিক্ষাজীবন শেষ করিয়া যেখানে অসংখ্য শিক্ষিত বেকার কর্মসংস্থানের অভাবে নানাভাবে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হইতেছে সেখানে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অনেকেই স্বাবলম্বী ও নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয়ে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং কারিগরি শিক্ষার গুরুত্বও অনুধাবন করা কর্তব্য। শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি কখনোই শিক্ষার লক্ষ্য হইতে পারে না, তাহাদের সহিত অবশ্যই কর্মসংস্থানের বিষয়টিও সমান গুরুত্ব সহকারে ভাবিতে হইবে। শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নের বিষয়টিও এখন সকলেরই ভাবিতে হইতেছে। সেই সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার দিকটিও বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখার মতো। ছিন্নমূল শিশু শ্রমিক হইতে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরাও কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষিত তরুণেরা যে সরকারি চাকুরীর আশায় কর্মহীন বেকার হইয়া বসিয়া থাকার পরিবর্তে নিজেরা উদ্যোগী হইয়া ওয়েলডিং, ইলেকট্রিকের কাজ, সেলাই কিংবা কনফেকশনারীর মতো ব্যবসার প্রতি ঝুঁকিতেছে, আমরা মনে করি, তরুণদের এই উদ্যমকে সহায়তা করা কর্তব্য। যে দেশে ও যে সমাজে কর্মসংস্থানের অভাব একটি বড়ো সমস্যা ও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বিপুল সেই দেশে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যে কতো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তাহা ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা মনে করি, এ ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের আরও সম্প্রসারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। কারিগরি শিক্ষার প্রতি তরুণ সমাজের আগ্রহ বৃদ্ধির প্রতিও সংশ্লিষ্ট সকলেরই যে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে তাহাও বোধকরি অধিক বলার প্রয়োজন নাই। □